গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১১ - ১৭ এপ্রিল ২০২৫ Web: https://ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

■ *বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ*

■ *ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা*

আইন অমান্য ও বিক্ষোভে রাজ্য তোলপাড়

রাজ্যের সাধারণ মানুষ যখন জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সামাল দিতে নাজেহাল এবং ভোটসর্বস্ব দলগুলি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলতে, কেউ তার পাল্টা জিগির তুলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত তখন সেই সমস্যাগুলি নিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে ৩ এপ্রিল জেলায় জেলায় আইন অমান্য, বিক্ষোভে তোলপাড় হল রাজ্য। লাগাতার আন্দোলনে শামিল। ৭৪৮টি জীবনদায়ী ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোখা, অভয়ার ন্যায়বিচার, জাল ওষুধ চক্র বন্ধ, বেকারি, সীমাহীন দুর্নীতি, ধর্ষণ, জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি-কৃষিনীতি বাতিল, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করা, মেদিনীপুর কোতোয়ালি মহিলা থানায় ছাত্রীদের উপর নৃশংস অত্যাচারে যুক্ত দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি, প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ, রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতে মদের দোকান চালু না করার দাবিতে ও শাসক দলগুলির সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ষড়যন্ত্র রুখতেই ৩ এপ্রিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) জেলায় জেলায় আইন অমান্য এবং কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়। জেলাগুলিতে হাজার হাজার মানুষ আইন অমান্য করে গ্রেফতার বরণ করেন। বহু জায়গাতেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। এই উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে গত এক মাস ধরে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। সর্বত্রই দলের কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা গেছে। তাঁরা দলের বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন এবং দলের আন্দোলনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন। অন্য দিকে শাসক দলগুলির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিযোগিতায় প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ● **বীরভূম ঃ** জেলার

চারের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিভ্রান্তিকর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

চাকরিহারাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সভা করে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থরক্ষা করার বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর কিছু নয়। যে চূড়ান্ত দুর্নীতির ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে যেমন একটি বাক্যও তিনি উচ্চারণ করেননি, তেমনি যাঁরা স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে চাকরি পেয়েছিলেন এবং যাঁরা দুর্নীতির মধ্য দিয়ে চাকরি পেয়েছেন— তাঁদের পার্থক্যও করেননি। প্রসঙ্গত, হাইকোর্টে রায়ের পর যখন

দুয়ের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল এসইউসিআই (সি)-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

শোষণমুক্তির সংগ্রামের ডাক

পশ্চিমবঙ্গে চাকরি হারিয়ে এই মুহূর্তে ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর পরিবারে ভয়াবহ সংকট নেমে এসেছে। একই সাথে জনজীবনের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নীতির কারণে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধি, ওষুধের দামবৃদ্ধি, ফসলের দাম না পাওয়া প্রভৃতি একের পর এক আক্রমণে মানুষ বিপর্যস্ত। এই মূল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে চলেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য —দুই সরকারই। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় এ রকম সময়ে মানুষের মনে জন্ম নেয় সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা। সংগ্রামী

দুয়ের পাতায় দেখুন

যোগ্যদের চাকরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চাকরিহারা শিক্ষিকা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। পিতৃসম প্রিয় শিক্ষককে আঁকড়ে ধরে ছাত্রী কাঁদছে। নিজেদের স্কুলের প্রিয় দশ জন শিক্ষকের চাকরি-বাতিলের বিরুদ্ধে রাস্তায় মিছিলবের করছে ছাত্র-ছাত্রীরা। কোথাও আবার ছ'বছর ধরে নির্ভর করে রয়েছে যে তরুণ শিক্ষকদের উপর, তাদের ভূমিকার কথা স্বীকার করে চোখের জল আটকাতে পারছেন না প্রধান শিক্ষক। রাজ্যের সর্বত্রই চোখের জল ফেলতে ফেলতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রিয় স্কুল ত্যাগ করতে দেখলেন বঙ্গবাসী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক শিক্ষিকা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। ছেলে-বৌমার চাকরি নেই এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে মারা গেলেন মা। এমন এক বিপর্যয়ের বহুবিধ ঘটনার সাক্ষী রইল বাংলা। যদিও ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি গেলেও যারা দুর্নীতি করল তাদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থার কথা শোনা গেল না!

এর ফল ভয়াবহ এক সংকট। সংকট শুধু ওই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পরিবারে নয়, গোটা রাজ্যের স্কুলশিক্ষাতেই এ এক মারাত্মক বিপর্যয়। দু-একটা উদাহরণ দিলে ভয়াবহতাটা স্পষ্ট হবে— মুর্শিদাবাদের অর্জুনপুর হাইস্কুলের ৬৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬ জনের চাকরি চলে গেল। আবার ধূপগুড়ির ঘোষপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক সংখ্যা শূন্য হয়ে গেল। রাজ্যের প্রায় ৩১২৫টি বিদ্যালয়ে এই চাকরি বাতিলের প্রভাব পড়ল। পঠন-পাঠন কী ভাবে চলবে— মাথায় হাত

ছয়ের পাতায় দেখুন

শোষণমুক্তির সংগ্রামের ডাক

একের পাতার পর

বামপন্থার শক্তি বৃদ্ধি যে কত জরুরি এই সময়ে দাঁড়িয়েই আরও গভীরে তা উপলব্ধি করা যায়। এই প্রেক্ষাপটেই সামনে এসেছে ২৪ এপ্রিল, সংগ্রামী বামপন্থার শক্তি, ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার আলোকে দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে এ দেশের পুঁজিপতিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। ফলে এই স্বাধীনতায় সাধারণ মানুষের শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। বরং শোষণের জাঁতাকলে জনগণ আরও বেশি পিষ্ট হবে, সমাজে বাড়বে অনাচার অত্যাচারের মাত্রা। মার্ক্সবাদের আলোকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এর হাত থেকে মুক্তির উপায় হল পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আর এই বিপ্লব করার জন্য মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি সঠিক কমিউনিস্ট দল গড়ে তোলা প্রয়োজন। ১৯৪২-৪৫ সালে জেলের অভ্যন্তরেই তাঁর এই উপলব্ধি গড়ে ওঠে। তিনি এ-ও অনুধাবন করেছিলেন যে, তৎকালীন কমিউনিস্ট নামের দলটির প্রতিষ্ঠাতাদের যত আত্মত্যাগ ও সংগ্রামই থাকুক না কেন, পার্টি গঠনের সুনির্দিষ্ট লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করার ফলে এটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়েই উঠতে পারেনি। তাই কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দেশের বুকে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কষ্টসাধ্য সংগ্রাম শুরু করেন। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ হওয়ার পরে ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। সেদিন তাঁর সাথী ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধা। সম্পূর্ণ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় শুরু করে বহু কঠিন পথ পেরিয়ে আজ এই দলটি দেশের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে বিস্তৃত। জনগণের দাবি নিয়ে প্রকৃত কমিউনিস্টদল হিসাবে উন্নত নীতিনৈতিকতা-মূল্যবোধের ভিত্তিতে এই দল একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলছে। সংগ্রামী বামপন্থার শক্তি হিসাবে দলটি শ্রমজীবী জনগণ সহ সমাজের সব অংশের চিন্তাশীল মানুষের মনে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। শাসক দলগুলির লাগামহীন দুর্নীতি, নীতিহীন আচরণ, পুঁজিপতি শ্রেণির নিরন্তর শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই গড়ে তুলে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই এই দলকে আরও শক্তিশালী করা দরকার, যা একমাত্র এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

এ বছর ২৪ এপ্রিল এমন একটা সময়ে এসেছে যখন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। এঁদের অধিকাংশই স্বচ্ছভাবে ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরি পেয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছে যে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে কি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লংঘিত হল না? নির্দোষ চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ানোর নামে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আসরে নেমে পড়েছে নানা সময়ে গদিতে থাকা যে বড় বড় দলগুলি, তারা দলগতভাবে এমনকি দলের প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠনের মাধ্যমেও আদালতে নির্দোষদের পাশে দাঁড়াননি। পশ্চিমবঙ্গের একটিমাত্র শিক্ষক সংগঠন এসটিইএ যোগ্যদের পক্ষ নিয়ে লড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে।

একই সাথে সামনে আসছে যে জীবনদায়ী ওষুধেও ভেজাল চক্র প্রসারিত সারা দেশে। সাধারণ মানুষ ওষুধের গুণমান নিয়ে উদ্বিগ্ন। এমন একটা সময়েই কেন্দ্রীয় সরকার ৭৪৮টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপি সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে একদিকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেকটি মেরে দেওয়া হয়েছে, অন্য দিকে শিক্ষাক্রমের মধ্যে নানা ধরনের অন্ধ কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুক মানসিকতা আমদানি করে ছাত্রছাত্রীদের যুক্তিভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার মৃত্যু ঘটানোর আয়োজন হচ্ছে। মুখে বিজেপি-বিরোধিতার কথা বলে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই শিক্ষানীতিকেই রাজ্যে কার্যকর করছে। বকেয়া আদায়ের নামে বিদ্যুতের মাশুলের রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে এবং স্মার্ট মিটার চালু করে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা লুঠের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কৃষিপণ্য বিপণন আইন আনতে যাচ্ছে বিজেপি সরকার, যার মধ্য দিয়ে এমএসপি অস্বীকার করা হচ্ছে এবং কৃষকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কৃষি আইন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। কৃষকরা তাঁদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না, অথচ চাষের খরচ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

কৃষিক্ষেত্রকে ধনকুবেরদের মুনাফা লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে। রেল সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রকে বেসরকারি মালিকদের হাতে জলের দরে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমকোড চালু করে শ্রমিকদের বহু সংগ্রামলব্ধ অধিকারগুলোকে কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি সরকার। সমস্ত চা-বাগান খোলা এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ঘোষণার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত। অভয়ার ন্যায়বিচার আজও অধরা। এই বিচারকে কেন্দ্র করে সিবিআই ও বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে। সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে মদের ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে, নির্যাতিতনারীর আর্তনাদ এবং বেকার যুবকের দীর্ঘশ্বাস আজ বাতাস ভারী করে তুলছে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বেড়ে চলেছে অসন্তোষ। তার বহিঃপ্রকাশও হচ্ছে নানা জায়গায়। এই অসন্তোষ যাতে সংগঠিত আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়তে না পারে তাই শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরাতে শাসকশ্রেণির দল ও শক্তিগুলি জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ফেনিয়ে তুলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গাজায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড সহ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ভয়াবহতার নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির জন্যই আজ সাম্রাজ্যবাদের এই আগ্রাসন সম্ভব হতে পারছে।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দল গঠনের সূচনা পর্ব থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই সমস্ত রকমের সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, এই আন্দোলনগুলোকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলা যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের আঘাতে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা যায়। এটাই ইতিহাস নির্ধারিত পথ। এই পথ অনুসরণ করেই এই দল লড়াই করে চলেছে। অন্যান্য বামপন্থী নামধারী দলগুলি যখন সংস্কারবাদী, সংসদীয় পথের কানাগলিতে আন্দোলনকে নিয়ে যেতে চাইছে, এসইউসিআই(সি) তুলে ধরছে সংগ্রামী বামপন্থার লাইন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আগামী ২৪ এপ্রিল দলের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শহিদ মিনার ময়দানে আহ্বান করা হয়েছে জন সমাবেশের। আজকের দিনের পরিস্থিতিতে জনসাধারণ এবং বামপন্থী কর্মীদের সামনে তাঁদের কর্তব্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখবেন গণআন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করবেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা। এই উপলক্ষে সভাস্থলে আয়োজন করা হয়েছে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর, যা উদ্বোধন করবেন পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। এই সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য ও সবরকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিভ্রান্তিকর

একের পাতার পর

তাঁর সরকার এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন করেছিল তখনও তিনি বলেছিলেন, কারও চাকরি খাওয়ার তিনি পক্ষপাতী নন। অথচ সুপ্রিম কোর্টে যখন প্রয়োজন ছিল যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করার উপযোগী তথ্য তুলে ধরা, যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও স্কুল সার্ভিস কমিশন বা তাঁর পরিচালনাধীন রাজ্য সরকার সে কাজটি করেনি। যোগ্য শিক্ষকদের চরম বিপদে ঠেলে দিয়ে তিনি এখন ত্রাতা হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন, দু'মাসের মধ্যে তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করবেন অথবা বলছেন চাকরিহারারা স্বেচ্ছাশ্রম দিন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের আমরা তীব্র নিন্দা করছি ও অবিলম্বে যোগ্য-অযোগ্য পৃথক করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশনের দাবি করছি।

বিদ্যুৎ আন্দোলনের নেতার হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ উত্তরপ্রদেশে

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা উত্তরপ্রদেশ পাওয়ার কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার শৈলেন্দ্র দুবের হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। অল ইন্ডিয়া ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কে বেনুগোপাল ভাট ৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। সরকারি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিগুলির বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন রুখতে তারা এ কাজ করেছে। এই ঘটনা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর আক্রমণ।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা লোকাল কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড একরাম আলি ২৫ মার্চ ভোরে ৭০ বছর বয়সে নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। কমরেড একরাম আলি ১৯৭৪ সালে দলের তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা প্রয়াত কমরেড শিবপূজন সোনারের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের কাজের সাথে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি বিড়ি বেঁধে সংসার প্রতিপালন করতেন। কঠিন দারিদ্রের সাথে লড়াই করেও তিনি হাসিমুখে পার্টির দেওয়া দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি বিড়ি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তিনি লালবাগ মহকুমা ভিত্তিক বিড়ি শ্রমিকদের ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ভগবানগোলা লোকালে দলের কাজকর্মের সূচনাপর্বে লোকাল কমিটির সাথে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে লালগোলায় পার্টির কাজকর্মের বিস্তারে কমরেড একরাম আলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ক্যান্সারের প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি গণদাবী বিক্রি করেছেন, পার্টির সভায় যোগ দিয়েছেন। বিড়ি শ্রমিক সহ বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী মানুষের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে লালগোলা এবং ভগবানগোলা এলাকার দলের কর্মী-সমর্থক, দরদি ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন শ্রদ্ধা জানাতে। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সাধন রায়ের পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য ও লোকাল সম্পাদক কমরেড সামসুল আলম, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মনিরুল ইসলাম, ওহিরুজ্জামান সহ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও লোকাল কমিটির সমস্ত সদস্যরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। মাল্যদান করেন প্রয়াত কমরেডের পরিবারের সকলে ও বহু সাধারণ মানুষ। সিপিআই(এম) ও সিপিআই দলের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কমরেড একরাম আলি লাল সেলাম

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আজকের যুগের সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ

শিবদাস ঘোষ

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব, যা আজকের যুগে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বা ভাবাদর্শ এবং যা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্গুতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে একটা নতুন শোষণহীন শ্রেণিহীন উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে সক্ষম। এবং এ কথাও আমরা জানি যে, বিপ্লবী ভাবাদর্শ ও মতবাদ এবং বিপ্লবী তত্ত্ব সবসময়েই উন্নততর সংস্কৃতিগত ও নৈতিক মানের জন্ম দিয়ে থাকে।

এই উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান অন্তত খানিকটা অর্জন করতে না পারলে একটা দেশের জনসাধারণ কখনই বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে না। তা হলে, এই সমস্ত পার্টিগুলি, যারা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের জাহির করছে, যদি যথার্থই তারা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী হত, তা হলে এদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে অন্ততপক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের এবং ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতির প্রভাব খর্ব হওয়ার লক্ষণ দেখা দিত এবং তাদের মধ্যে একটা নতুন উন্নততর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের প্রতিফলন আমরা দেখতে পেতাম। অথচ বাস্তবে এর উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনাই কি প্রমাণ করে না যে, এরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নামে যে জিনিসের চর্চা এ দেশে করছে, তা আসলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ নয়। যে কোনও যুগে যে কোনও বিপ্লবী তত্ত্ব ও মতাদর্শের আসল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে। সেইরূপ বুর্জোয়া বিপ্লব ও পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের সর্বোচ্চ স্তরের মানবতাবাদী সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণার চেয়েও উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিক মান অর্জন করার মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের মূল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা, এটি ঠিকমতো উপলব্ধি করতে না পারার ফলেই উপরোক্ত বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের হাতে পড়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হয়ে পড়েছে অনেকটা প্রাণহীন দেহের মতো। প্রাণহীন দেহের মতোই এই সব তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সমাজজীবনে অবস্থান ও প্রভাববৃদ্ধি সমাজের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমেই ক্ষতিসাধন করে চলেছে। ফলে এই সমস্ত তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলোর নেতৃত্বাধীনে যত দিন পর্যন্ত দেশের গণআন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলন পরিচালিত হবে, ততদিন দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যত মারমুখী লড়াই-ই পরিচালনা করা হোক না কেন, শুধুমাত্র তার দ্বারা সাধারণ ভাবে জনতার মধ্যে এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মানের ক্রমাবনতির এই ধারাকে কোনওমতেই রোখা যাবে না। আর, দেশের জনসাধারণ যদি এই ভাবে নিম্নতম সংস্কৃতির, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও সামন্তী সংস্কৃতির দাসই থেকে যায়, তা হলে যে কোনও সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিফলতা ও দেশজোড়া হতাশার মুখে তারা প্রতিক্রিয়ার শিকার বনে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত এমনকি প্রতিক্রিয়ার হাতে বিপ্লববিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে পারে যেমন আমরা ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেছি। এ ছাড়া, মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও— সমস্ত নেতারই বক্তব্য অনুধাবন করলে জানা যায় যে, উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করতে না পারলে সঠিক ভাবে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাই অর্জন করা যায় না। ফলে, এরা যখন বলে, 'বিপ্লবের তত্ত্বটা ঠিক হয়ে গেলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল', তখন এরা ভুলে যায় যে, সংস্কৃতিগত মান নিম্ন স্তরের হওয়ার ফলে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারও এদের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে না। মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্ব অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ এবং দৈনন্দিন বিপ্লবী গণআন্দোলনগুলোর কলাকৌশল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এইসব তথাকথিত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি বার বার যে ভুল করে চলেছে. এটা তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ।

'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই(সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বই থেকে

দিল্লিতে জাতীয় মানবাধিকার কনভেনশন

৩০ মার্চ দিল্লির গালিব ইনস্টিটিউট হলে সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে জাতীয় মানবাধিকার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ওড়িশা, কেরালা, কর্ণাটক সহ ২০টি রাজ্যের দুই শতাধিক মানবাধিকার কর্মী প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতীয় স্তরে এ ধরনের মানবাধিকার কনভেনশন এই প্রথম হল।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের পূর্বতন বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ। প্রধান বক্তা ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের পূর্বতন বিচারপতি এ কে পট্টনায়ক। এ ছাড়াও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক অনিল নৌরিয়া, সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডি এন রথ প্রমুখ।

কনভেনশনে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে সরব হন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক ভূমিকা সম্পর্কেও কড়া সমালোচনা করা হয়। প্রাক্তন বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ মানবাধিকার ও বিচারব্যবস্থার সংকট নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় মদতে কী ভাবে মানবাধিকার হরণের ঘটনা ঘটছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। অন্য বক্তারাও তাঁদের বক্তব্যে মানবাধিকার হরণের মূল কারণগুলি ব্যাখ্যা করেন।

দেশব্যাপী মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচিত হন বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ কে পট্টনায়ককে সর্বভারতীয় সভাপতি এবং অধ্যাপক কে শ্রীধরকে সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথকে সহ সাধারণ সম্পাদক, এম এন শ্রীরামকে কোষাধ্যক্ষ এবং রেশমা সিং-কে অফিস সম্পাদক নির্বাচিত করে সিপিডিআরএস সর্বভারতীয় কমিটি গঠন করা হয়।

এআইকেকেএমএস-এর তামিলনাড়ু রাজ্য কনভেনশন

৫ এপ্রিল বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হল এআইকেকেএমএস-এর তামিলনাড়ু রাজ্য কনভেনশন। ৬টি জেলা থেকে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় পুডুকোট্টি জেলার এস কে এম সভাগৃহে।

উদ্বোধনী ভাষণে কৃষক নেতা কমরেড গোবিন্দ রাজন রাজ্যের কৃষক ও কৃষি-মজুরদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। সংগঠনের উপদেষ্টা কমরেড রঙ্গস্বামী রাজ্যের কৃষকদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ দেশের কৃষক ও কৃষি-মজুরদের লড়াই-সংগ্রাম গড়ে তোলার সুমহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ যে পথ নির্দেশ করে গেছেন সেই পথ অবলম্বন করেই বর্তমানে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিজেপি সরকার যে নয়া কৃষিনীতি গ্রহণ করতে চাইছে তিনি তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে গ্রামে গ্রামে কৃষক কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।কমরেড গোবিন্দ রাজনকে সভাপতি ও কমরেড সুরুলী আন্দাভরকে সম্পাদক করে ১২ জনের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি আগামী নভেম্বর মাসে জেলায় জেলায় কৃষক বিক্ষোভ সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

জনজীবনের সমস্যা সমাধানের দাবিতে জেলায় জেলায় আইন অমান্য

একের পাতার পর

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক কৃষক সিউড়ি পুলিশ লাইনের সামনে থেকে এক সুসজ্জিত স্লোগান মুখরিত মিছিল করে শহর পরিক্রমার পর ডিএম দপ্তরে উপস্থিত হন। রাস্তার দু-পাশের মানুষ মিছিলকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। মিছিল প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ করতে গেলে পুলিশ কর্মীদের সাথে শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

দার্জিলিং

দক্ষিণ দিনাজপুর

জলপাইগুড়ি

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকা বিক্ষোভে বক্তারা ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে বলেন, কর্মচ্যুত যোগ্য শিক্ষকদের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

মালদা

পুরুলিয়া-উত্তর

ডায়মন্ডহারবার

বাঁকুড়া

দুর্নীতিতে যুক্ত শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কঠোর শাস্তি চাই। সেখান থেকে মিছিল সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে এসে রাস্তা অবরোধ করে।

হাওড়া

আলিপুরদুয়ার

পূর্ব মেদিনীপুর

হুগলি

● **পূর্ব মেদিনীপুর ঃ** অন্যান্য দাবির সঙ্গে কোতোয়ালি থানায় আন্দোলনকারী গবেষক ছাত্রীদের উপর পুলিশী নির্মম অত্যাচারের বিচার, জেলার বন্যা প্রতিরোধ ও জলনিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান, কাঁথির জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বন্ধ সহ হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিল, সরকারি উদ্যোগে বহুমুখী হিমঘর এবং গবেষণাগার নির্মাণ, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া, জেলায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-আইন ও আর্ট কলেজ স্থাপনের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে আইন অমান্যে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন। মিছিলে দাবি ওঠে, হলদিয়া-নন্দীগ্রাম তেরপেখিয়া-ট্যাংরাখালি-পুরসাঘাট সহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে নদীর উপর কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, পাঁশকুড়া-তমলুকের ধারিন্দা-মানিকতলা ও তালপুকুরে রেল লাইনের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে ও ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দেউলিয়া এবং ১১৬বি জাতীয় সড়কে মহাশ্বেতা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার অথবা আন্ডারপাস নির্মাণ করতে হবে। শুরুতে নিমতৌড়ি মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক প্রণব মাইতি ও অশোকতরু প্রধান ও দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমল সাঁই। আইন অমান্যকারীদের এক সুসজ্জিত মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছে পুলিশি কর্ডন ভেঙে এগিয়ে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে। পুলিশের আক্রমণে ৪ জন আইন অমান্যকারী আহত হন। ১২৩৭ জন আইন অমান্যকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

● **পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চালানো, ডেবরা-বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ, অপারেশন চালু প্রভৃতি দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় এবং অফিস অবরোধ করে। মিছিলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ আন্দোলনে অন্য মাত্রা যোগ করে। নেতৃত্ব দেন পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার দুই সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী ও কমরেড তুষার জানা।

● **বাঁকুড়া ঃ** প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে বাঁকুড়ার বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা শত শত কর্মী-সমর্থক বাঁকুড়া শহরের হিন্দু হাইস্কুলের সামনে থেকে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছলে পুলিশ ব্যারিকেড করে বাধা দেয়। ব্যারিকেড সরিয়ে মিছিল ভেতরে ঢুকে পড়ে। ৫ জনের প্রতিনিধি ডিএমকে স্মারকলিপি দেন। জেলা সম্পাদক জয়দেব পাল সহ জেলা নেতারা কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

● **বারাসাত-বনগাঁ ঃ** বারাসাত স্টেশন চত্বর থেকে মিছিল ডিএম অফিসের গেটে পৌঁছে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শতাধিক কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস সহ জেলা কমিটির সদস্য ও কর্মীদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

● **ব্যারাকপুর ঃ** এসডিও অফিসের সামনে কর্মী ও নেতৃবৃন্দ আইন অমান্য করেন।

● **বসিরহাট ঃ** বসিরহাট টাউন হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ শতাধিক কর্মীকে গ্রেফতার করে।

● **হাওড়া ঃ** কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে হাওড়া ময়দানে সংক্ষিপ্ত সভার পর জেলা সম্পাদক সৌমিত্র সেনগুপ্ত, জেলা কমিটি সদস্য কমরেড জৈমিনী বর্মন ও অলক ঘোষের নেতৃত্বে এক সুসজ্জিত মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়।

● **হুগলি ঃ** চুঁচুড়া তোলাফটক থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ঘড়ির মোড়ে পৌঁছে মিছিল ব্যারিকেড ভাঙলে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য।

● **দার্জিলিং ঃ** শিলিগুড়ির এয়ার ভিউ মোড় থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল কোর্ট মোড়ে পৌঁছলে দেখা যায় পূর্বঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা রাখেনি। প্রতিবাদে ভেনাস মোড় অবরোধ করা হয়। পুলিশ আন্দোলনকারী পাঁচ শতাধিক কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা ঘোষণা করে এবং জেলা কমিটির সদস্য সহ ছ'জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস তন্ময় দত্ত, জয় লোধ, আবুল কাশেম, জয়ন্তী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

● **জলপাইগুড়ি ঃ** জেলাশাসকের কার্যালয়ে আইন অমান্য হয়। সমস্ত বন্ধচা বাগান অবিলম্বে খোলা, চা-বাগানের ৩০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করে চা পর্যটন কেন্দ্র করার বিরুদ্ধে এবং প্রান্তিক চা-চাষিদের কাঁচা পাতার সহায়ক মূল্য চালুর দাবিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, রিক্সা চালক সহ বিভিন্ন পেশার প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশ নেন। মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে জলকামান সহ বিশাল পুলিশ ব্যারিকেড বাধা দেয়। জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ সহ ১৮ জন কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

● **আলিপুরদুয়ার ঃ** চৌপথি থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল কোর্টমোড়ে জেলাশাসক দপ্তর ডুয়ার্স কন্যায় আইন অমান্য করে। প্রশাসন শতাধিক কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করে। নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ রায়, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তরণী রায়, কমরেড পীযূষকান্তি শর্মা ও অফিস সম্পাদক কমরেড মৃণালকান্তি রায়।

● **কোচবিহার ঃ** কোচবিহার ফাঁসির ঘাটে ব্রিজ নির্মাণ, বামনহাট থেকে শিলিগুড়ি (ভায়া ফালাকাটা) ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেন চালু, বিকল্প ব্যবস্থা না করে বাঁধের পাড়ের বস্তি উচ্ছেদ না করা সহ জেলার নানা দাবি নিয়ে ৩ এপ্রিল কোচবিহারে আইন অমান্য কর্মসূচি পালিত হয়।

রামমোহন স্কোয়ারে সংক্ষিপ্ত সভার পর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকারের নেতৃত্বে দু-হাজারের বেশি মানুষের মিছিল শহর পরিক্রমা করে

পাঁচের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে গণবিক্ষোভ, আইন অমান্য, অবরোধ

চারের পাতার পর

সাগরদিঘির পাড়ে সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য করে। পুলিশের সঙ্গে কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার সহ প্রায় এক হাজার আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

● **উত্তর দিনাজপুর ঃ** রায়গঞ্জে যানজট নিরসন, রায়গঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর রেল যোগাযোগ, গোয়ালপোখরে কলেজ নির্মাণ, বারসই সড়ক যোগাযোগ চালু, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ ব্যবস্থা চালু সহ নানা দাবিতে সুসজ্জিত এক মিছিল রায়গঞ্জ মার্চেন্ট ক্লাব ময়দান থেকে বিদ্রোহী মোড়, রায়গঞ্জ বাসস্ট্যান্ড হয়ে কোর্টের সামনে পৌঁছালে রায়গঞ্জ থানার আইসি সকলকে গ্রেফতার করেন। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কর্মসূচি শেষে সকলে ফিরে গেলে হঠাৎ রাত ১০টায় দলের রায়গঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গোপাল চুনাড়িকে পুলিশ বাড়ি থেকে থানায় ডেকে নিয়ে যায় এবং গ্রেফতার করে। দলের জেলা সম্পাদক, জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড সনাতন দত্ত এবং এআইডিএসও উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত সহ মোট ১০০ জনের নামে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করে পুলিশ। অথচ এই আইন অমান্যের কথা আগেই জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, এসপি ও আইসিকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছিল। পুলিশের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে পর দিন জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস হয়। দলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে নেতা-কর্মীদের উপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি করা হয়। সাধারণ মানুষ পুলিশের এই আচরণকে তীব্র ধিক্কার জানায়।

নদিয়া-দক্ষিণ

● **দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ** প্রায় একশো কর্মী-সমর্থক বালুরঘাট শহরে জেলাশাসক দপ্তরে আইন অমান্য করেন। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে কর্মীরা শহরে স্টেট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সমবেত হন। সেখান থেকে বিভিন্ন দাবি সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুনে সজ্জিত মিছিল জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছে পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায়। নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্যরা। বিক্ষোভে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

● **মালদা ঃ** এ দিন দলের উদ্যোগে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সম্পাদক গৌতম সরকারের নেতৃত্বে একটি দল অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে দাবিসনদ নিয়ে আলোচনা করেন। মোথাবাড়িতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা, গঙ্গাভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধান, শহরে জঞ্জাল কর বাতিল, সুষ্ঠু জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং জেলার কৃষকদের ন্যায্য ফসলের দামের বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। দাবিগুলির সঙ্গে সহমত জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার কথা জানান অতিরিক্ত জেলাশাসক।

● **মুর্শিদাবাদ ঃ** বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, ডোমকল মহকুমাকে রেলপথে সংযুক্তিকরণ, বহরমপুর সদর হাসপাতালকে পুনরায় চালু করা সহ জনজীবনের নানা দাবি নিয়ে ৩ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, লালবাগ এবং জঙ্গিপুর মহকুমায় আইন অমান্য হয়। বহরমপুরে দলের কর্মীরা পুলিশের প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে গেলে দ্বিতীয় ব্যারিকেডের সামনে থেকে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও বহরমপুর কো-অর্ডিনেটর কমরেড অভিজিৎ মণ্ডল সহ ৩৬ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। লালবাগ এসডিও দপ্তরের সামনে আইন অমান্যে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও মুর্শিদাবাদ কো-অর্ডিনেটর কমরেড মনিরুল ইসলাম সহ ২৫০ জনকে গ্রেফতার করে। তিন জায়গাতেই শুরুতে সহস্রাধিক মানুষের দাবি সংবলিত সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

● **নদিয়া উত্তর ঃ** কৃষ্ণনগর-করিমপুর রেল লাইন স্থাপন, বল্লভপাড়া ঘাটের ব্রিজ নির্মাণ সহ নানা দাবিতে পলাশিতে বিক্ষোভ মিছিল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, হররোজ আলি সেখ, বশিরউদ্দিন আহমেদ ও কামালউদ্দিন সেখ সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

কাকদ্বীপ

● **নদিয়া দক্ষিণ ঃ** করিমপুর-কৃষ্ণনগর রেল লাইন চালু, বেলডাঙা রেলগেটে উড়ালপুল নির্মাণ, অঞ্জনা খাল সংস্কার, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি বাতিলকে ধিক্কার জানিয়ে জেলাশাসক দপ্তরে গণবিক্ষোভ হয়। বক্তব্য রাখেন দলের নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক মৃদুল দাস, জেলা কমিটির সদস্য অপর্ণা গুহ প্রমুখ। জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেন জেলা কমিটির সদস্য কমল দত্ত, জাকিমুদ্দিন শেখ, বরুণা দত্ত, চন্দন চক্রবর্তী।

কলকাতা

কোচবিহার

ক্যানিং

● **পুরুলিয়া উত্তর ঃ** জেলার খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, দূষণ রোধ, পথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিল সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে আইন অমান্য হয়। দলীয় কার্যালয় থেকে সুসজ্জিত মিছিল বরাকর রোড ধরে এসডিও অফিসে পৌঁছে গেটে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় এবং সেখানেই রাস্তার উপর কর্মীরা বসে পড়লে রঘুনাথপুর সাঁওতালডি রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক লক্ষ্মী নারায়ণ সিনহা।

● **পুরুলিয়া দক্ষিণ ঃ** জেলা সদর পুরুলিয়ায় দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও আইন অমান্য কর্মসূচি হয়। উপস্থিত কয়েকশো কর্মী-সমর্থক একের পর এক পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। পরে রাস্তা অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে।

● **কাকদ্বীপ ঃ** অন্যান্য দাবির সঙ্গে সমস্ত উপকূলীয় বাঁধের স্থায়ী মেরামত, রায়পুরের বাজি কারখানায় ৮ জনের মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শহরের দীর্ঘ পথ ধরে মিছিলের পরে কাকদ্বীপ এসডিও দপ্তরে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক আইন অমান্য করেন। ব্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীরা এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। প্রতিবাদে সেখানেই সভা শুরু হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও কাকদ্বীপ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত পাত্র সহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

● **বারুইপুর ঃ** সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সর্বত্র উঁচু নদীবাঁধ নির্মাণ ও রাস্তা সারাই, ৮০ নং রুটে বাস চালু, যাত্রী অনুপাতে ট্রেন সংখ্যা বাড়ানো সহ বিভিন্ন দাবিতে ৩ এপ্রিল সহস্রাধিক সাধারণ মানুষ বারুইপুর রেল ময়দানে জমায়েত হয়ে এসডিও অফিসের সামনে আইন অমান্য করেন।

● **ক্যানিং ঃ** মজবুত কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ, হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার নার্স সহ উন্নত চিকিৎসা, ব্লকে হিমঘর স্থাপন, ক্যানিং লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো ও গদখালিতে ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে ৩ এপ্রিল ক্যানিং হাসপাতাল মোড় থেকে কয়েকশো মানুষের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে এসডিও অফিসে পৌঁছলে পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করে। আন্দোলনকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে আইন অমান্য করে। কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ ও কমরেড নারায়ণ নস্কর বক্তব্য রাখেন।

● **ডায়মন্ড হারবার ঃ** স্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ, শিয়ালদা দক্ষিণে রেলপথ সম্প্রসারণ, ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেচের জল ও নিকাশির সুব্যবস্থা, হিমঘর নির্মাণ, শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন, ব্লক হাসপাতালগুলির সার্বিক উন্নয়ন, সুন্দরবনে নদীতে মানুষের অধিকার রক্ষা এবং জীবন-জীবিকার অনুসারী শিল্প স্থাপন, মদের প্রসার বন্ধকরার দাবিতে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের দপ্তরে গণআইন অমান্য সংগঠিত হয়। পাঁচ শতাধিক মানুষ সামিল হন। পরে জাতীয় সড়ক অবরোধ হয় এবং এসডিও দপ্তরের সামনে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধুহালদার, বিশ্বনাথ সরদার, জ্ঞানতোষ প্রামাণিক, শ্যামল প্রামাণিক, সঞ্জয় মণ্ডল প্রমুখ।

● **কলকাতা ঃ** এ দিন কলেজ স্কোয়ার থেকে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে শেষ হয়। শুরুতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও অন্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্য সম্পাদক দাবি জানান, চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কমরেডস অমিতাভ চ্যাটার্জী, অশোক সামন্ত, তরুণ মণ্ডল, ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, সুব্রত গৌড়ী, নবেন্দু পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

চাকরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে

একের পাতার পর

দিয়ে বসেছেন স্কুল-কর্তৃপক্ষ। আগামী দিনে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ। হিসাব বলছে, নবম দশম শ্রেণিতে ১২,৯৪৬ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার, একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে ৫,৭৫৬ জন, গ্রুপ সি পদে ২,৪৮৩ এবং গ্রুপ ডি পদে ৪,৫৫০ জনের চাকরি বাতিল হল। এমনিতেই রাজ্যে দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ নেই। স্কুলগুলিতে হাজার হাজার শূন্য পদ। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে।

এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা, অথচ রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসি কর্তৃপক্ষ, দুর্নীতি খুঁজে বার করার দায়িত্বে থাকা সিবিআই অফিসাররা, আদালতে সকলের চাকরি বাতিলের জন্য সওয়াল করা সাংসদ-আইনজীবী থেকে শুরু করে বিচারপতি পর্যন্ত কেউই কিন্তু এই ঘটনার দায় নিতে নারাজ। নিঃসন্দেহে এর প্রথম দায় বর্তায় তৃণমূল সরকারের উপর। রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬-র প্রথম স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা দিনের আলোর মতো সত্য। লক্ষ লক্ষ টাকায় চাকরি বিক্রি হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতা-কর্মী সরাসরি এই দুর্নীতিতে যুক্ত, তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এই পরীক্ষায় ওএমআর শিট কারচুপি, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং, সাদা খাতায় চাকরি, এসএসসি-র সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগ, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরে নিয়োগ, প্যানেলে নাম না থাকলেও নিয়োগ ইত্যাদি ভুরিভুরি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। যে অভিযোগ রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর এবং এসএসসিও অস্বীকার করেনি। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ৭ এপ্রিল নেতাজি ইন্ডোরের সভায় যোগ্য অযোগ্যর ভাগটা কিছুটা গুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমে যোগ্যদের চাকরির ব্যাপারটা দেখব বলে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করলেন একদল অযোগ্য লোক এতদিন শিক্ষকতার চাকরি করছিলেন। এর মানে দাঁড়ায়, রাজ্য সরকারই দুর্নীতির পথে এদের নিয়োগপত্র দিয়েছে! তাহলে তাঁর সরকারের শিক্ষা দপ্তর এবং দলীয় বশংবদদের দ্বারা পরিচালিত এসএসসিকে তিনি প্রশ্ন করেননি কেন কাদের মদতে প্রায় ৬ হাজার অযোগ্য লোক শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকে পড়ল? আর কেউ না জানুক, তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট-বড় নেতা থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারা তো অবশ্যই জানতেন কারা টাকার বিনিময়ে চাকরি বেচেছে এবং কারা কিনেছে! এর জবাব তো প্রশাসন এবং শাসক দলের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকেই দিতে হবে। একই ভাবে জবাব দেওয়ার দায় বর্তায় শিক্ষামন্ত্রীর ওপর। কিন্তু যে শিক্ষামন্ত্রী স্কুলে ছুটি দেওয়ার মতো একটা সাধারণ সিদ্ধান্তও নিজের দায়িত্বে নিতে পারেন না, এ ক্ষেত্রে তিনি যে মুখ্যমন্ত্রীর আড়ালেই মুখ লুকোবেন তা অজানা নয়।

নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের বলেছেন, আপনারা স্কুলে গিয়ে 'স্বেচ্ছাশ্রম' দিন। আর বলেছেন সরকার সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ চাইবে। এই কথা বলবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এতবড় সভা ডাকানোর দরকার ছিল কি? তাঁর মুখ রক্ষায় তিনি একটা বক্তব্য রাখলেন, কিছু বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে স্তাবকতা করালেন। চাকরিহারা শিক্ষকদের নিয়ে এই প্রহসনের কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো স্পষ্ট করে বললেন না, যোগ্য হয়েও দুর্নীতির কারণে বঞ্চিত যাঁরা, তাঁদের নিয়ে সরকার কী করবে! তাঁর দলের যারা দুর্নীতি করেছে তাদের শাস্তির জন্য তিনি কতটা আন্তরিক চেষ্টা করবেন, তাও জানালেন না! মানুষ তো আজ এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর চাইছে! বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা দিনের পর দিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে ধরনা চালিয়ে গেছেন এই কলকাতাতেই। যে মুখ্যমন্ত্রী আজ এত 'মানবিক' হচ্ছেন, তিনি একবারও তাঁদের ডেকে কথা বলেছেন এতগুলো বছরে?

২০১৬-র প্যানেলে দুর্নীতির অভিযোগে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। পরে রঞ্জিত বাগ কমিটি গঠন হয়। তার রিপোর্টের পর সিবিআই তদন্ত চলতে থাকে। এরপর ২০২৪-এর ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল করে। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাজার হাজার ভুক্তভোগী চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (এসটিইএ) সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৭ মে ২০২৪ অন্তবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেয়। পরবর্তী শুনানি চলাকালীন দেশের তাবড় তাবড় আইনজীবীদের সওয়ালের পরেও বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও সঞ্জয় মিশ্রের বেঞ্চ এই প্যানেল বাতিলের রায় দেন। যার পরিণতিতে এই অচলাবস্থা। এসএসসি-র দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিবিআই ৬,২৭৬ জনকে 'টেন্টেড' (কালি মাখা) বলেছে। এদের গায়ে যে দুর্নীতির কালি লেগে আছে তা আদালতের রায়ে এদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশেই স্পষ্ট। বাকিদের তিন মাস বাদে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বললেও সুপ্রিম কোর্ট এদের অস্বচ্ছভাবে নিযুক্ত বলেনি। তবে বলেছে, এর মধ্যেও কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মিশে থাকতে পারে। এই সন্দেহের ভিত্তিতেই এত মানুষের চাকরি বাতিল হয়েছে। আদালত বলেছে, এমনভাবে দুর্নীতির প্রমাণকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে যে তার থেকে স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ নিয়োগ আলাদা করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিকেই তাঁরা বাতিল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে পুরো প্রক্রিয়াটাই দুর্নীতির শিকার। কিন্তু প্রশ্ন থাকছে, যে সব সরকারি কর্তা এবং শাসক দলের নেতা দুর্নীতিকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পে পরিণত করেছেন, তাঁরা ধূর্ততার সাথে দুর্নীতি ঢাকা দেবেনই। বিচারব্যবস্থার কাজ তো ছিল এই দুর্নীতি চক্রের হদিশ বার করে তা ভাঙা! তাঁদেরই তো কর্তব্য তদন্তকারী সংস্থাকে বাধ্য করা দুর্নীতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে। এ ক্ষেত্রে সিবিআই এবং আদালত উভয়েই এই কঠিন দায়িত্বটি পালনে ইচ্ছুক নন অথবা অপারগ বলে কি তার দায় নিতে হবে নিরপরাধ হাজার হাজার শিক্ষককে? 'শত অপরাধী ছাড়া পাক একজন নির্দোষও যেন শাস্তি না পায়'— ন্যায়বিচারের এই মূল নীতিটিও কি চাকরিহারাদের জন্য প্রযোজ্য নয়? আদালত তো এঁদের দোষী বলেনি, তবু শাস্তি এরাই পাবেন! গণতান্ত্রিক দেশের বিচারব্যবস্থার এই তবে মহিমা!

সংবাদমাধ্যমে দেখা গেল, একদা এই বিষয়ে যিনি বিচার করেছিলেন, সেই প্রাক্তন বিচারক এবং বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'সিবিআই যে মাদার ডিস্ক উদ্ধার করেছিল, সেখানে সব ওএমআর শিট রয়েছে। তা প্রকাশ করুক। এসএসসি বলুক ওইগুলিই আসল। তাহলেই অযোগ্যদের বোঝা যাবে এবং যাঁরা যোগ্য তাঁদের আর পরীক্ষায় বসতে হবে না' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ এপ্রিল ২০২৫)। এটা যদি জানাই ছিল, অভিজিতবাবু তাঁর নেতা প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই কথা বলবার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানাননি কেন? তিনি নিজেও তো সুপ্রিম কোর্টকে এই তথ্য সরবরাহ করতে পারতেন। করলেন না কেন? নাকি অপেক্ষা করছিলেন, সব এলোমেলো হয়ে যাক তাতে তাঁর দলের ভোটে ফয়দা হবে, এ জন্য? তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের সাথে এঁরাও কি তা হলে সমান ভাবে ২৬ হাজার মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী নন? এর সাথে বলতে হয় সিপিএম-এর রাজ্যসভা সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের কথা। তিনি আগাগোড়া লড়ে গেছেন পুরো প্যানেলটাকেই বাতিল করতে।

হাজার হাজার অসহায় দিকভ্রান্ত চাকরিহারাদের যন্ত্রণাকে নিয়ে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলো। এদের অনেকেই জল্লাদের মতো উল্লাস করছেন। বিজেপি নেতারা বলছেন, ২০২৬ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তাঁরা নাকি এই চাকরিহারাদের কথা ভাববেন! তা হলে ত্রিপুরায় সিপিএম আমলে কোর্টের রায়ে চাকরি যাওয়া ১০ হাজার শিক্ষকের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি, দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসার পরেও তাদের সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রাখল না কেন?

যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বহাল রাখার দাবির আন্দোলনকে শুরু থেকেই সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের গত বছর থেকে টানা আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এই দল। এই প্যানেল বাতিলের রায় ঘোষণার দিনেই ৩ এপ্রিল রাজ্যের সর্বত্র এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে গণ আইনঅমান্যের প্রধান দাবি হয়ে ওঠে— যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরির দায়ভার রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। রাজ্যের সর্বত্র এই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হচ্ছে।

আজ প্রয়োজন এই চাকরিহারা যোগ্য প্রার্থীদের সাথে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা। একমাত্র এই পথেই সরকার তথা বিচারব্যবস্থা, সিবিআই-এর মতো তদন্তকারী সংস্থাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথার্থ সক্রিয় হতে ও যোগ্যদের চাকরি বিনা শর্তে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা যাবে।

নতুন পেনশন প্রকল্প
রেল কর্মচারীদের বিক্ষোভ

১ এপ্রিল সারা দেশ জুড়ে রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ফোরাম এগেইনস্ট প্রাইভেটাইজেশন অ্যান্ড ফর ওপিএস-এর ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী নতুন পেনশন স্কিম ও ইউনিফাইড পেনশন স্কিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের গার্ডেনরিচ, শিয়ালদহ, বি আর সিং হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, কাঁচরাপাড়া, আসানসোল, সাঁতরাগাছি, আন্দুল, খড়গপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রেল কর্মচারীরা প্রতিবাদ ব্যাজ পরিধান, কারখানা ও অফিস গেটে প্রতিবাদ সভা পালন করেন। ফোরামের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক নিরঞ্জন মহাপাত্র বলেন যে ২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পুরনো নিশ্চিত পেনশনের পরিবর্তে নতুন পেনশন প্রকল্প চালু করে। এতে পিএফের সুবিধা সহ বহু সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। পেনশন ফান্ডের শতকরা চল্লিশ ভাগ বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, যার লভ্যাংশ থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশনের নামে সামান্য কিছু টাকা দেওয়া হবে।

এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ গড়ে ওঠে। আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। তাকে সামাল দেওয়ার জন্য বর্তমান নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় এই ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম ১ এপ্রিল থেকে চালু করতে চলেছে। বেদনার হলেও একথা সত্য কিছু প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের সর্বভারতীয় নেতা এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ইউনিফায়েড পেনশন স্কিমের জয়গান গাইছেন।

ফোরামের পক্ষ থেকে দলমত ও ইউনিয়ন নির্বিশেষে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কাছে ১ এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালনের অনুরোধ করা হয়। গত একমাস ধরে রেলের সমস্ত অফিস, কারখানা, স্টেশনে ফোরামের বক্তব্য প্রচার করা হয়। সর্বত্রই রেল কর্মচারীরা সরকারের এই শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী নীতির তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁরা সবাই পুরানো নিশ্চিত পেনশন নীতি ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন।

এরই সঙ্গে বর্তমান বিজেপি সরকার পেনশন প্রকল্পে আর একটি যে নতুন নীতি প্রণয়ন করেছে যার পরিণামে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা পরবর্তী কোনও পে কমিশনের কোনো সুযোগ সুবিধা পাবেন না, তারও তীব্র বিরোধিতা করেছে ফোরাম।

নদী ও খাল সংস্কারের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই-কেলেঘাই-রূপনারায়ণ-হলদি প্রভৃতি নদী ও সোয়াদিঘি-গঙ্গাখালি সহ সমস্ত নিকাশি খালগুলি বর্ষার আগে পূর্ণ সংস্কারের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ মার্চ জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতির দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করা হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, নিবাস মানিক প্রমুখ।

নিশ্চিত পেনশনের দাবি

কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত রুল সংশোধন করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের পেনশনের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে অবসরের তারিখ অনুযায়ী তাদের নানা ভাগে ভাগ করছে।

সব দলের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারই পুরনো পেনশন স্কিমের সামাজিক সুরক্ষা থেকে কর্মচারীদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে। বিজেপি সরকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশনের মৌলিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করবে। এআইইউটিইউসি এই শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

এআইডিওয়াইও-র ডাকে ওড়িশা বিধানসভা অভিযান

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, শ্রম নিবিড় শিল্প গড়া, বেকার ভাতা, মোবাইল ট্যারিফ কমানো, মদ নিষিদ্ধ সহ নানা দাবিতে ২৯ মার্চ ভুবনেশ্বরে পাঁচ শতাধিক যুবকর্মীর মিছিল ক্যান্টিন স্কোয়ার থেকে বিধানসভার সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায়। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর, সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড মলয় পাল, রাজ্য সভাপতি কমরেড মানস পাল, সম্পাদক কমরেড কেদারনাথ সাহু, কমরেডস চৈতন মহারাণা, সুভাষ মল্লিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

যোগ্যদের চাকরি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র এক প্রেস বার্তায় বলেন, ২০১৬-র প্যানেলে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাঁচানোর দাবি পূরণে রাজ্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ২৫,৭৫২ জন শিক্ষকের চাকরি জীবন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে গোটা সমাজ স্তম্ভিত। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর জীবন ও পরিবারকে অন্ধকারে মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল। রাজ্যে প্রায় চার হাজার বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের পরিবেশও ধ্বংস হবে। রাজ্যের সরকার, শিক্ষা দপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের অপদার্থতায় এই মামলায় যোগ্য অযোগ্য পৃথকীকরণ সম্ভব না হওয়ার দায় সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের।

যুগ্ম শ্রম কমিশনারকে দাবিপত্র হোসিয়ারি শ্রমিকদের

হোসিয়ারি শ্রমিকদের রাজ্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে ২০২২ থেকে শুরু করে '২৫ সালের বকেয়া মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর না হওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার লক্ষাধিক হোসিয়ারি শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

গত চার বছরে সরকার মোট ৭ বার মজুরিবৃদ্ধি করলেও আজও হোসিয়ারি মেকার মালিকরা সেই বর্ধিত মজুরি শ্রমিকদের দেয়নি। অবিলম্বে রেটবৃদ্ধির দাবিতে ৩ এপ্রিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্টবেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রম দপ্তরের যুগ্ম শ্রম কমিশনারকে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউনিয়নের উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহসভাপতি নেপাল বাগ, বলরাম জানা যুগ্ম-সম্পাদক নব শাসমল, সহসম্পাদক রামকৃষ্ণ বেরা, গৌরাঙ্গ বেরা প্রমুখ। যুগ্ম শ্রম কমিশনার শ্রম আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

স্কুলের জন্য জমিদানে সংবর্ধনা দিনমজুরকে

পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া ব্লকের বিন্দুইডি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ওই গ্রামেরই প্রান্তিক দিনমজুর ঝুকু বাউরি তাঁর একমাত্র সম্বল তিন ডেসিবেল জমি নিঃশর্তে দান করেন। এই বিরল ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৯ মার্চ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, পিএমপিআইয়ের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি জহরলাল কুমার এবং সহ-সভাপতি রঙ্গলাল কুমার, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বাঁকুড়া জেলা সহ-সম্পাদক মুস্তাকিন আলী এবং পুরুলিয়া জেলা সভাপতি দীপক কুমার। এ ছাড়াও পুরুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক প্রণব হাজরা এবং বিন্দুইডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন মণ্ডল সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, গ্রামীণ ডাক্তার সহ স্থানীয় সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা মনীষীদের শিক্ষার কথা উল্লেখ করে বলেন, সমাজে এই ধরনের চরিত্র আজ বিশেষ প্রয়োজন।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হাবড়া লোকাল কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পাওয়ারমেন্স ইউনিয়ন এবং অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড দয়াল বল্লভ ২৬ মার্চ কলকাতার এক হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

হাসপাতালে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক দেবের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড সমর সিনহা ও অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানস সিনহার পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল। ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কাশীনাথ বসাক, পাওয়ারমেন্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কমরেড গৌরাঙ্গ সাহা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কন্ট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়।

প্রয়াত কমরেডের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর ২৪ পরগণার বিড়ায় তাঁর বাসভবনে। সেখানে মাল্যদান করেন পার্টির বারাসাত-বনগাঁ জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক এবং দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তুষার ঘোষ, তাঁর স্ত্রী পুত্র সহ অনেকে।কমরেড দয়াল বল্লভ ১৯৮৪ সালে সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরিরত অবস্থায় দলের সংস্পর্শে আসেন। ওই সময় তিনি সিপিএম পার্টি এবং সিটু অনুমোদিত ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সিপিএম পরিচালিত সরকারের বিভিন্ন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভূমিকা এবং সিপিএম দলের অকমিউনিস্ট আচরণ লক্ষ করে ধীরে ধীরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের কাজকর্মের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন।

কমরেড দয়াল বল্লভ ছিলেন অত্যন্ত দুঃস্থ পরিবারের একজন মেধাবী ছাত্র। পার্টির সাথে যুক্ত হওয়ার পর ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি তিনি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংলগ্ন গ্রামগুলিতে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ওই সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রয়াত প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের সংস্পর্শে আসেন, যা তাঁর পার্টির সাথে গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নিজের উদ্যোগে থার্মাল টাউনশিপে এবং সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তিনি ফ্রি কোচিং সেন্টার গড়ে তোলেন। তিনি সাঁওতালডিতে একটি সঙ্গীত গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। উল্লেখ্য, কমরেড দয়াল বল্লভ চাকরি ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধার হাতছানি উপেক্ষা করে পার্টির কাজে সময় বেশি দিতে উচ্চতর ডিগ্রির পরীক্ষা দেননি। আশির দশকের শেষে রাজ্যের বিদ্যুৎ কর্মীদের সংগঠিত করে পাওয়ারমেন্স ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড দয়াল বল্লভ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সেই সময় সাঁওতালডিতে সিপিএম নেতৃত্বের সাথে এসইউসিআই(সি) কর্মীদের তীব্র সংঘাত শুরু হয়। যার পরিণতিতে কমরেড দয়াল বল্লভ সহ একাধিক পার্টি সংগঠককে সিটু নেতৃত্ব কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে শাস্তিমূলক বদলি করে। তিনি প্রথমে রিষড়া সাব-স্টেশনে, পরে ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বদলি হন। ওই সময় তিনি বাঁশবেড়িয়া জুট মিলে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। '৯০-এর দশকের শেষে রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদের সুইপারদের সংগঠিত করে রাজ্যব্যাপী ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হুগলি জেলায় তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরে রাজ্যের বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ঠিকা শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন গড়ার কাজেও তিনি সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি তিনি হুগলি জেলায় পার্টির কাজের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন। সিপিএম সরকারের জমানায় আবার তাঁকে দূরবর্তী সাঁওতালডিতে বদলি করে। এবারও তিনি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রদের নিয়ে ফ্রি কোচিং শুরু করেন এবং চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত সে দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে করে গেছেন। কমরেড দয়াল বল্লভের পড়াশুনার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। পার্টির পত্রপত্রিকা নিয়মিত পড়াশুনোর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য চর্চা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে নিজেকে যুক্ত করে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। কমরেড বল্লভ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং অমায়িক আচরণের উন্নত মূল্যবোধের একজন মানুষ। সাধারণ মানুষের বিপদে তিনি সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

অবসর নেওয়ার পর কমরেড দয়াল বল্লভ বিড়াতে এসে হাবড়া লোকাল কমিটির সাথে যুক্ত হন এবং ট্রেড ইউনিয়নের বিগত জেলা সম্মেলনে তিনি বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। আমৃত্যু তিনি সেই লোকাল কমিটির সাথে থেকে কাজ করে গেছেন। ১৩ এপ্রিল বিড়ায় দলের উদ্যোগে কমরেড দয়াল বল্লভের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে।

কমরেড দয়াল বল্লভ লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24
গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 35 Bengali Weekly April 11, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

রাফায় ইজরায়েলি ধ্বংসলীলা

শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের আহ্বান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েল যে বর্বরতায় দক্ষিণ গাজার রাফা শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, তার নিন্দার উপযুক্ত ভাষা নেই। প্রায় ৩ লক্ষ প্যালেস্টিনীয়র বাস ছিল এই শহরটিতে। রাফার বসতি এলাকার ৯০ শতাংশ তথা ১২ হাজার বর্গমিটার অঞ্চল জুড়ে ইজরায়েল যে ভাবে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, তাকে বর্তমান সময়ের গণহত্যা ও জাতি নির্মূলকরণের ভয়ঙ্করতম উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। শহরটির নিকাশি ব্যবস্থার ৮৫ শতাংশই ধ্বংস করা হয়েছে, যার পরিণামে রোগ ছড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাফার ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোনওটিই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। ইজরায়েলি বাহিনী যে অ্যাম্বুলেন্সের উপরেও হামলা চালিয়েছে, মৃত মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ফোনের ফুটেজ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাফার আটটি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। ১০০টি মসজিদ হয় ধ্বংস হয়েছে, নয় তো ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাফার ২৪টি পানীয় জলের কূপের মধ্যে ২২টিই ধ্বংস করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। পরিণামে লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টিনীয় পানীয় জল পাচ্ছেন না।

এই একমেরু বিশ্বে, দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদ এমনকি রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে নৃশংসতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটির সর্বাত্মক সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্যে বলীয়ান একটি জাতিবিদ্বেষী রাষ্ট্র নিজের দখলদারি বাড়িয়ে নিতে গায়ের জোরে কী ভাবে অন্য দেশের ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালাতে পারে ও নির্বিকারে গণহত্যায় মাততে পারে, এই বর্বরতা তার সাক্ষ্য বহন করছে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষকে আজ শুধু পরোক্ষ প্রতিবাদী হিসাবে নিজের ভূমিকা পালন করলে চলবে না, বিশ্ব জুড়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাকে প্রত্যক্ষভাবে পথে নামতে হবে। শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে একমাত্র এই পথেই এই পাশবিক শক্তির রক্তপিপাসা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সর্বশক্তি দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় এই আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

রাফায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইজরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তর অভিমুখে ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল। ৭ এপ্রিল

চার হাজার স্কুল বন্ধের প্রতিবাদে ছত্তিশগড়ে ছাত্র বিক্ষোভ

ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকার ৪ হাজারের বেশি স্কুল বন্ধের ফতোয়া দিয়েছে। সরকারি স্কুলে ৫৭ হাজারের বেশি শিক্ষক পদ খালি। ৩০০-র বেশি স্কুল শিক্ষকহীন। প্রায় ৬ হাজার স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক। অর্ধেকের বেশি ছাত্রের স্কলারশিপের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না। সেমেস্টার প্রথার কবলে পড়ে অ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট করতেই ছাত্রদের সময় চলে যায়। ৫০টির বেশি কলেজ অটোনমাস হয়ে বেসরকারিকরণের পথে। এই সমস্ত মারাত্মক আক্রমণ শিক্ষার উপর নেমে আসছে।

এর বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি নিয়েছিল এআইডিএসও। ৩১ মার্চ রায়পুরে ছাত্র বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয় এআইডিএসও। শুরুতে সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সমর মাহাতো। সভার পর মিছিল যায় তহশিলদার অফিসের সামনে। ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বাক্ষরিত দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জৈন পাল, সভাপতি প্রবীণ শর্মা।

কমরেড সদানন্দ বাগল স্মরণসভা

দলের রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২২ মার্চ। ৫ এপ্রিল তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে সুকান্ত সদনে। বক্তা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক, পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য অসিত ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। প্রায় এক হাজার কর্মী-সমর্থক-দরদি সভায় যোগ দেন।

কলকাতায় শিশু-কিশোর উৎসব

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম স্মরণবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতা জেলা কমসোমলের উদ্যোগে ৩০ মার্চ হাজরা সংলগ্ন সুজাতা সদনে শিশু-কিশোর উৎসব হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য আন্দোলন ও গণআন্দোলনের নেতা ডাক্তার বিপ্লব চন্দ্র। প্রথমেই প্যালেস্টাইনের উপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণে যেভাবে শিশু কিশোর সহ অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে তাদের স্মরণ করে স্মৃতি ফলকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উৎসবে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক নীলেশ রঞ্জন মাইতি। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী, কমসোমল রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। এই উৎসবের মঞ্চকে ‘অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে শিশু-কিশোর সম্মিলন’ নামাঙ্কিত করা হয়। সমগ্র উৎসবে কলকাতা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৬টি নাটকের, ১৩টি সমবেত নৃত্যের দল, ১২টি কুইজের গ্রুপ, ১০টি দেওয়াল পত্রিকা এবং ৭০ জন বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রায় দুই মাস ধরে শিশু-কিশোরেরা উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। কলকাতার ২৯টি এলাকা থেকে প্রায় দুই শতাধিক শিশু-কিশোর এতে অংশগ্রহণ করে। অভিভাবক ও দর্শকমণ্ডলীর উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট • ব্লক-৪ • স্টল নং - ১৫

Editor : Amitava Chatterjee Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ▪ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 Phone: 9433451998, 9432889347 E-mail: ganadabi@gmail.com ▪ Web: https://ganadabi.com